হিজলবাড়িয়ায় জমির বিরোধ নিয়ে প্রতিপক্ষের হামলায় ৩ জন আহত

গাংনী উপজেলার হিজলবাড়িয়া গ্রামে জমি সংক্রান্ত বিরো ধের জের ধরে প্রতিপক্ষের হামলায় ৩ জন মারাত্বক আহত হয়েছেন।

আহতরা হলেন-হিজলবাড়ীয়া গ্রামের উত্তরপাড়া মৃত আজাহার মন্ডলের ছেলে আফতাব মন্ডল (৬০), মিলন হোসেনের ছেলে ইমন হোসেন (১৬) ও আফতাব মন্ডলের ছেলে মামুন হোসেন (১৮)।

মঙ্গলবার সকালে গাংনী উপজেলার হিজলবাড়ীয়া গ্রামের উত্তরপাড়া এলাকায় হামলার ঘটনা ঘটে। আহতরা গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

আহত আফতাব মন্ডল জানান, আমার বাবা ও চাচা ইছাহাক আলী বাড়ির জমি জায়গা রেওয়াজ পদ্ধতিতে রেজিস্ট্রি করেন। বাবা ও চাচা মারা গেলে, চাচাতো ভাই আব্দুল মান্নান (৫০) ও আব্দুল হান্নান (৪৫) এর সাথে ওই জমি রেওয়াজ ভেঙ্গে সমঝোতার কথাও হয়েছিল। পরে তারা সমঝোতার রাজি হয়নি।

ওই জমিতে জোরপূর্বক ঘর নির্মাণ করেছে। এবিষয়ে তাদের নিষেধ করতে গেলে তারা আমাদের উপর হামলা করে। এঘটনায় উভয়পক্ষ মামলার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

আলমডাঙ্গায় গাঁজার গাছসহ আটক-১

আলমডাঙ্গার বিনেতপুর গাঁজার গাছসহ রাজিব হোসেন (২০) নামে একজনকে আটক করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে ৫ টার দিকে উপজেলার ডাউকি ইউনিয়নের বিনেতপুর গ্রাম থেকে তাকে আটক করা হয়। এঘটনায় আলমডাঙ্গা থানায় একটি মাদক আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানাগেছে, আলমডাঙ্গার বিনেতপুর গ্রামের আবু বক্করের ছেলে রাজিব হোসেন। সে দীর্ঘদিন যাবৎ গোপনে বাড়ির পাশে

কলাবাগানে গাঁজা গাছ চাষ করে আসছে।

এমন সংবাদের ভিত্তিতে আলমডাঙ্গা থানার উপ-পরিদর্শক এসআই স্বপন সরকার, উপ-পরিদর্শক এসআই সুফল কুমার বিশ্বাসসহ সঙ্গীয় ফোর্স মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে।

এসময় পুলিশ রাজিব হোসেনের কলাবাগান থেকে দুটি তাঁজা গাঁজা গাছ উদ্ধার করে। গাঁজা গাছ চাষের অপরাধে রাজিবকে আটক করে পুলিশ। এ ঘটনায় রাজিবের বিরুদ্ধে আলমডাঙ্গা থানায় মাদকদ্রব্য আইনে মামলা দায়ের করেছে পুলিশ।

আলমডাঙ্গায় গাঁজা সেবনের অপরাধে এক ব্যক্তির কারাদণ্ড

আলমডাঙ্গায় গাঁজা সেবনের অপরাধে আরশেদ আলি নামের এক ব্যক্তিকে ৬ মাসের কারাদণ্ড দিয়েছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে ৪ টার দিকে উপজেলা নির্বাহী অফিসার রনি আলম নূর এ আদেশ দেয়।

আদালত সূত্রে জানাযায়, আলমডাঙ্গা উপজেলার ভাঙবাড়িয়া গ্রামের রিয়াজুদ্দিনের ছেলে আরশেদ আলি দীর্ঘদিন গাঁজা সেবন ও বিক্রয় করে আসছে। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে থানাপুলিশ অভিযান চালিয়ে আরশেদ আলিকে আটক করে। এসময় আরশেদ আলির শরীর তল্লাশি করে ৩০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করে।

বিষয়টি উপজেলা নির্বাহী অফিসার রনি আলম নুরকে অবগত করে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে আরশেদ আলিকে ৬ মাসের কারাদণ্ড প্রদান করে ভ্রাম্যমাণ আদালত। এছাড়াও একই অপরাধে ১ হাজার টাকা জরিমানা করেন।

চুয়াডাঙ্গায় চুরির অপবাদে স্কুলছাত্রকে খুটির সঙ্গে বেঁধে নির্যাতন : নির্যাতনকারী বাবা-মেয়ে গ্রেপ্তার

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার দোস্ত গ্রামে টাকা চুরির অপবাদ দিয়ে পঞ্চম শ্রেণির এক স্কুলছাত্রকে প্রকাশ্যে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে নির্যাতনের ঘটনায় বাবা-মেয়েকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। সোমবার দুপুরে উপজেলার দোস্ত গ্রামে অভিযান চালিয়ে তাদেরকে গ্রেপ্তার করে দর্শনা থানা পুলিশ।

বিষয়টি নিশ্চিত করে দর্শনা থানার উপপরিদর্শক এসআই আহম্মদ আলী বিশ্বাস বলেন, দুপুরে তাদেরকে আটক করা হয়েছে। বিকেলে নির্যাতনের শিকার শিশুটির মা ফাতেমা খাতুন বাদী হয়ে দুজনের নাম উল্লেখ করে একটি মামলা দায়ের করেছেন। এ মামলায় বাবা-মেয়েকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। দর্শনা থানার মামলা নং ১৩।

গ্রেপ্তাররা হলেন-চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বেগমপুর ইউনিয়নের দোস্ত গ্রামের মৃত নুরুল হকের ছেলে মায়ের দোয়া ফ্যাশন হাউজের মালিক আলী আহমদ ও তার মেয়ে রুমানা আক্তার রুমা।

এর আগে গত রোববার দুপুরে দোস্ত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণির এক স্কুলছাত্র (১১) টিফিনের সময় বিদ্যালয়ের পাশের মায়ের দোয়া ফ্যাশন হাউজে খাবার কিনতে যায়। এ সময় টাকা চুরির অপবাদ দিয়ে মারধর করে দোকানের বাঁশের খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখে মালিকপক্ষ।

পরে ওই স্কুলছাত্রের শরীর তল্লাশী করে কোনো টাকা পাওয়া যায়নি। খবর পেয়ে স্কুলের প্রধান শিক্ষক ঘটনাস্থলে গিয়ে ছাত্রকে মুক্ত করে নিয়ে আসেন।

দোকান মালিক বলেন, বেশিরভাগ সময়ই বাড়ির নারীরা দোকানটি পরিচালনা করেন। প্রতিনিয়ত দোকানের টাকা চুরির ঘটনা ঘটছে। এর আগেও বিদ্যালয়ের এক ছাত্রী এমন ঘটনা ঘটিয়েছে। বিষয়টি স্কুল কর্তৃপক্ষকে জানিয়েও কোনো সুরাহা হয়নি।

রোববার টাকা চুরির সময় পঞ্চম শ্রেণির এক ছাত্রকে হাতেনাতে আটক করে দোকান মালিকের মেয়ে রুমা। এই অভিযোগে কিছুক্ষণ দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখলেও মারধর করা হয়নি তাকে। তার কাছ থেকে কোনো টাকা পাওয়া যায়নি। পরে ভুল স্বীকার করে ক্ষমা চায় মালিকপক্ষ।

স্থানীয়রা জানায়, প্রায়ই এই দোকান থেকে টাকা চুরির ঘটনা ঘটে। অভিযুক্তকে ধরতে তারা ওঁৎ পেতে থাকে। রোববার দুপুরে স্কুল টিফিনের সময় ওই স্কুলছাত্র খাবার কিনতে দোকানে আসলে তাকে আটক করে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে মারপিট করা হয়। তবে তার শরীর তল্লাশি করে কোনো টাকা পাওয়া যায়নি।

কেউ যদি চুরিও করে তাহলে আইনি পদক্ষেপ নেওয়াটা জরুরি। নিজের হাতে আইন তুলে নেওয়া ঠিক হয়নি তাদের। তাও সে একজন শিশু। শিশুর প্রতি এমন আচরণের ধিক্কার জানাই।

স্কুলের প্রধান শিক্ষক আব্দুল মোমিন বলেন, ঘটনাটি অত্যন্ত দুঃখজনক। গত রোববার দুপুরে জানতে পেরে ওই দোকানে যায় এবং আমার ছাত্রকে মুক্ত করে আনি। তবে তার কাছে কোনো টাকা পাওয়া যায়নি। দোকানি মারধর না করলেও প্রকাশ্যে বেঁধে রেখেছিল তা স্বীকার করেছে। এটাও শিশু নির্যাতন।

তিনি আরও বলেন, আমার ছাত্র যদি কোনো অপরাধ করে থাকে তাহলে আমাকে বলতেন, আমি ক্ষতিপুরণ দিতাম। মিথ্যা চুরির অপবাদ দিয়ে শিশুর প্রতি এমন আচরণ কাম্য নয়।

তবে ওই দোকানে থাকা রোমানা খাতুন নামে এক নারী বলেন, আমি হাতেনাতে টাকাসহ ধরেছি আরাফাতকে। তাই বেঁধে রেখেছিলাম।

স্থানীয় ইউপি সদস্য আবু সালেহ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, আমি রাতে ঘটনাটি শুনেছি। কেউ যদি চুরিও করে এভাবে বেঁধে রেখে নির্যাতন করা ঠিক হয়নি।

দর্শনা থানার উপ-পরিদর্শক এসআই আহমেদ আলী বিশ্বাস বলেন, সোমবার দুপুরে অভিযুক্ত বাবা-মেয়েকে আটক করা হয়েছে। বিকেলে ভুক্তভোগীর মা বাদী হয়ে দুজনের নাম উল্লেখ করে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে একটি মামলা করেছেন। মামলা রেকর্ড প্রক্রিয়াধীন।

এ বিষয়ে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ এ এইচ এম লুৎফুল কবির বলেন ঘটনা শোনার সাথে সাথে আমরা বাবা মেয়েকে আটক করেছি। এবং তাদেরকে

শিশু নির্যাতন মামলায় গ্রেফতার করে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে

কোটচাঁদপুরে পূর্বশত্রুতার জেরে ভায়ের আঘাতে দুই ভাইসহ আহত-৭

কোটচাঁদপুরে পূর্বশত্রুতার জেরে আপন ভাই সহ পরিবারের সদস্যদের কে পিটিয়ে গুরতর জখম করার অভিযোগ উঠেছে আপন ভায়ের বিরুদ্ধে। গত রবিবার রাত ১২ টার দিকে উপজেলার গরশুতি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

এঘটনায় কোটচাঁদপুর থানায় মামলার দায়ের করেছে ভুক্তভোগীর ছেলে। আহত মোস্তফা বলেন, দীর্ঘদিন ধরে আপন ভাই বাকের আলীর সঙ্গে জমি নিয়ে বিরোধ চলছে।

আদালতে মামলাও চলমান। এরই মধ্যে বিভিন্ন সময় হুমকি ও হামলা চালিয়েছে বাকের আলী। বিষয়টি নিয়ে রোববার বিকালে থানায় অভিযোগ করতে আসি।

এতে বাকের আলী ক্ষিপ্ত হয়ে যায়। থানা থেকে বাড়ি ফেরার পর রাতেই বাকের আলী তার ছেলে সুজন,সুমন ও ভাইপো বিপ্লব তাদের উপর দেশীয় অস্ত্র নিয়ে হামলা চালায়।

এতে বড় ভাই সাদিক আলী (৬৫), সাদিক আলীর ছেলে আশাদুল (২৬) আশাদুলের স্ত্রী রানু খাতুন (২২) ভাই মোস্তফা (৪১) মোস্তফার স্ত্রী রাবেয়া (২৮) ছেলে ফয়সাল (১৫) ও আবু সোহেল (১৫) গুরতর আহত হয়। স্থানীয়রা আহতদেরকে উদ্ধার করে কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্যকমপ্লেক্সে ভর্তি করেন।

এঘটনায় সোমবার সকালে সাদেক আলীর ছেলে আশাদুল বাদী হয়ে কোটচাঁদপুর থানায় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছেন।

কোটচাঁদপুর থানার দায়িত্বরত অফিসার এসআই জাহিদ জানান, মারামারির ঘটনায় মামলা হয়েছে। এঘটনায় পুলিশ অভিযান চালিয়ে প্রধান অভিযুক্ত

বাকের আলীকে গ্রেফতার করেছে।

কোটচাঁদপুরে মায়ের কু- প্রস্তাবের প্রতিবাদ করায় কিশোর ছেলেকে পিটিয়ে জখম

কোটচাঁদপুর পল্লিতে এক বিধবা নারীকে উক্ত্যক্ত ও কু-প্রস্তাবের প্রতিবাদ করায় ছেলেকে পিটিয়ে জখম করেছে একই গ্রামের ইনার আলী নামে দূষ্কৃতিকারি ও তার পরিবার।

গত শনিবার উপজেলার ধোপাবিলা গ্রামে এ হামলার ঘটনা ঘটে। হামলায় আহত ছেলে সম্রাট (১৪) উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছে। এ

ঘটনায় রোববার সকালে ভুক্তভোগী ওই নারী কোটচাঁদপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, ধোপাবিলা গ্রামের মৃত ঝন্টুর বিধবা স্ত্রী হোসনে আরা (৩০) এক ছেলে ও মেয়েকে নিয়ে স্বামীর বসত বাড়িতে বসবাস করছেন।

বিধবা নারী হওয়ায় একই গ্রামের মৃত গেজোর ছেলে মোঃ ইনার আলী
(৪০) তাকে প্রায়ই উক্ত্যক্ত করতে থাকে। এমনকি রাস্তাঘাটে বের হলে পিছু নিয়ে খারাপ মন্তব্য করে। এক পর্যায়ে ওই নারীকে কু-প্রস্তাব দেয় ইনার আলী।

তার প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় বিভিন্ন প্রকার ভয়-ভীতি ও হুমকি প্রদান করে। ঘটনার বিষয়ে ওই নারী ইনার আলীর পরিবারের লোকজনকে জানায়।

শনিবার দুপুরে ইনার আলী ও তার স্ত্রী পারভীনা বেগম, মেয়ে ইয়াসমিন খাতুন ওই নারীর বাড়িতে এসে তার উপর হামলা চালায়। তারা ওই নারীকে শারীরিকভাবে লাঞ্চিত ও লাঠি দিয়ে মারপিট করে।

এসময় ছেলে সম্রাট বাঁধা দিতে আসলে ইনার আলী তাকে বাঁশের লাঠি

দিয়ে মাথায় আঘাত করে। এতে সে গুরতর আহত হয়। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে ভর্তি করেন। বর্তমানে সেখানে চিকিৎসাধীন রয়েছে। এঘটনায় ইনার আলী ও তার পরিবারের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ করেছেন ভুক্তভোগী ওই নারী।

এব্যাপারে কোটচাঁদপুর থানার দায়িত্বরত অফিসার এসআই হাসানুর জানান, মারপিটের ঘটনায় লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

মুজিবনগরে আমেরিকান কালো শকুন সহ ৩ জন পাচারকারী আটক

মেহেরপুরের মুজিবনগরে ৪ টি আমেরিকান কালো শকুন (ব্লাক ভালচার) সহ ৩ জন পাচারকারীকে আটক করেছে জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের একটি দল।

গত শনিবার বিকাল সাড়ে পাঁচটার দিকে মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার রতনপুর পুলিশ ক্যাম্পের সামনে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়।

গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মেহেরপুর ডিবি পুলিশের অফিসার ইনচার্জ সাইফুল আলমের নেতৃত্বে, এসআই অজয় কুমার কুন্ডু, সুলতান মাহমুদ সহ সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে এ অভিযান পরিচালিত হয়। এসময় আমেরিকান কালো শকুন (ব্লাক ভালচার) সহ ৩ জন পাচারকারীকে আটক করা হয়।

আসামিরা হলেন, মুজিবনগর উপজেলার আনন্দবাস গ্রামের লিয়াজ মল্লিকের ছেলে জাকের আলী,মুনসুর আলী ছেলে আজগর আলী এবং গোপালনগর গ্রামের আলাই মণ্ডলের ছেলে মুজিবুর রহমান।

মেহেরপুর ডিবি পুলিশের অফিসার ইনচার্জ সাইফুল আলম বলেন, তারা দীর্ঘদিন ধরে এসব বিদেশি পাখি ইন্ডিয়ায় পাচার করে আসছে। এরি ধারাবাহিকতায় শনিবার বিকেলে ৪টি আমেরিকান ব্লাক ভালচার ইন্ডিয়ায় পাচার করার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তাদের আটক করেছি।

তিনি আরো বলেন, ৪টি পাখির বাজার মূল্য প্রায় ২ লক্ষ টাকা। কালো শকুন ইংরেজি নাম ব্লাক ভালচার এরা আমেরিকার কালো শকুন নামেও পরিচিত।

রবিবার মধ্যরাতে সেখানে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুজন সরকারের নেতৃত্ব ভ্রাম্যমাণ আদালত বসানো হয়। ভ্রাম্যমাণ আদালত থেকে জানা গেছে, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা আইন ২০১২ এর ৩৪ এর ধারায় ৩ জনকে ১ বছর বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হয়।

রবিবার সকালে মুজিবনগর উপজেলা পরিষদের মাঠ থেকে আমেরিকান কালো শকুন গুলোকে অবমুক্ত করা হয়। এসময় মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুজন সরকার, মুজিবনগরের ওসি মোঃ মেহেদী রাসেল, এসআই অজয় কুমার কুন্ডু প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

দর্শনায় ফেনসিডিলসহ মাদক ব্যবসায়ী গ্রেফতার! পলাতক-১

দর্শনা থানা পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে মাহাবুল হক (৩২) নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করেছে। এসময় পুলিশের উপস্থিতি টেরপেয়ে পালিয়েছে মাহাবুলের সহযোগী শাহিন নামের আরেক মাদক ব্যবসায়ী।

জানাগেছে, শনিবার বিকাল সৌয়া ৫টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিত্বে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ এ,এইচ,এম লুৎফুল কবীরের নেতৃত্বে থানার এসআই টিপু সুলতান, এএসআই আবু বক্কর সিদ্দীক সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন দর্শনা পুরাতন বাজার সর্বজননীন দূর্গা মন্দিরের সামনে।

এসময় ৪৫ বোতল ভারতীয় ফেন্সিডিলসহ মাহাবুল হককে গ্রেফতার করে পুলিশ। গ্রেফতারকৃত মাহাবুল হক দর্শনা পৌর এলাকার রামনগর গ্রামের কালিদাসপুর পাড়ার মৃত লুৎফর রহমানের ছেলে।

এ অভিযানের সময় পুলিশি উপস্থিতি টেরপেয়ে পালিয়েছে মাহাবুল হকের

সহযোগী দর্শনা কেরুজ কোয়ার্টারের এসপি কোয়ার্টারের বাসিন্দা নুরু মিয়ার ছেলে শাহিন।

পুলিশ জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিত্বে থানার অফিসার ও সঙ্গীয় ফোর্স মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন দর্শনা পুরাতন বাজার সর্বজননীন দূর্গা মন্দিরের সামনে।

এসময় ৪৫ বোতল ভারতীয় ফেন্সিডিল সহ মাহাবুলকে গ্রেফতার করা হয় এবং অভিযান কালে গ্রেফতারকৃত আসামীর এক সহযোগী পালিয়ে যায়।

উক্ত ঘটনায় দর্শনা থানায় মাদক উদ্ধার সহ একজনকে গ্রেফতার ও আরও একজনকে পালাতক আসামী দেখিয়ে মামলা দায়ের করা হয়েছে। গতকালই মাদক আইনে মামলাসহ মাহাবুলকে আদালতে সোপর্দ করেছে।

দর্শনা থানার নামে ফেক আইডি খুলে ফেজবুক প্রতারনা! হ্যাকার গ্রেফতার

দর্শনা থানার নামে ফেক ফেজবুক আইডি খুলে মানহানীকর মন্তব্য ও স্কিন শর্ট দিয়ে প্রতারনার করা হয়। এ অভিযোগে অভিযুক্ত হ্যাকার দর্শনা ঈশ্বরচন্দ্রপুরের তাহসিন ওরফে তুহিন (২৪) নামের এক যুবকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

সে দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থানাধীন ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামের মাঝপাড়ার তাহাজ্জেল আলীর ছেলে। এব্যাপারে অভিযুক্তর বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা রুজু করে আসামীকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

পুলিশ জানায়, দর্শনা থানা নামক ফেইসবুক আইডি যার আইডি লিংক https: www.facebook.com/darsana.thana. ফেইসবুক আইডির প্রোফাইলের স্কিনশর্ট টাইমলাইনের স্কিনশর্ট কন্ট্রাক্ট ইনফো পাতার স্কিনশর্ট বিভিন্ন আইডি ও পেইজে মানহানিকর মন্তব্যর স্ক্রিন শর্ট খুলে বিভিন্ন সময়ে কয়েকদিন ধরে বিভিন্ন ব্যক্তির

আইডি ফেসবুক হ্যাক করে আসছিল একটি চক্র।

এ চক্রকে ধরতে দর্শনা থানা পুলিশ শনিবার সকাল পৌনে ১০টার দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ এ,এইচ,এম লুৎফুল কবীরের নের্তৃত্বে থানার এসআই টিপু সুলতান সঙ্গীয় অফিসার ও ফোর্স নিয়ে অভিযান পরিচালনা করেন দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থানাধীন ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামের মাঝপাড়ায়।

এসময় মাঝপাড়ার তাহাজ্জেল আলীর বাড়ি অভিযান চালিয়ে ফেসবুক হ্যাক করার অপরাধে তার ছেলে তাহসিন ওরফে তুহিন (২৪) নামের এক যুবককে গ্রেফতার করে পুলিশ।

এসময় গ্রেফতারকৃতর দখল হতে ১টি স্যামস্যাং স্মার্ট মোবাইল ফোন সহ ব্যবহৃত ২টি সীমকার্ড জব্দ করেন। গ্রেফতারকৃত আসামীর বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ এর ২৪(১)(ক)/২৯(১) ধারায় মামলা দায়ের করে গতকালই আসামীকে চুয়াডাঙ্গার আমলী আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

১৫০ পিচ ইয়াবাসহ রফিকুল ইসলাম নামের এক মাদক ব্যবসায়ী আটক

১৫০ পিচ ইয়াবা বড়ি সহ রফিকুল ইসলাম (৩২) নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) একটি দল।

আটক রফিকুল ইসলাম কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলার মহিষকুন্ডি গ্রামের মইন উদ্দীনের ছেলে।

শুক্রবার দিবাগত রাত ৯ টার দিকে গাংনী উপজেলার পিরতলা গ্রামে অভিযান চালিয়ে তাকে ইয়াবাসহ আটক করা হয়।
মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) উপপরিদর্শক (এসআই) অজয় কুমার কুন্ডু, উপপরিদর্শক (এসআই) বিশ্বজিৎ সরকার, সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) আহসান হাবিব সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করেন।

মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) উপপরিদর্শক (এসআই) অজয় কুমার কুন্ডু জানান গোপন সংবাদে খবর পেয়ে সেখানে অভিযান চালিয়ে রফিকুল ইসলামকে আটক করা হয়েছে। এসময় তার কাছ থেকে ১৫০ পিচ ইয়াবা বড়ি উদ্ধার করা হয়েছে।

ইয়াবা উদ্ধারের ঘটনায় গাংনী থানায় মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে নিয়মিত মামলা দিয়ে আসামীকে সোপর্দ করা হয়েছে।